ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধের সচেতনা নাগকিরা এগিয়ে আসছেন

ডাঃ শেখ মাসুদ আহমেদ

দৈনিক জনকণ্ঠ তাং ২১ অগষ্ট ২০০০

ডেঙ্গুজ্বরের প্রকোপ কতটুকু কমেছে সে বিতর্কে যাব না। কিন্ত এডিস মশা নিয়ন্ত্রনে সরকারের কার্যক্রম যতটুকু ছিল তাও যেন ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়েছে । এ দিকে বিশ্ব স্বাস্থ সংস্থা বাংলাদেশ প্রতিনিধি আশস্কা প্রকাশ করে বলেছেন - এ বছরই আবার ডেঙ্গুজ্বরের প্রকোপ নতুন করে দেখা দিতে পারে । কিন্তু সাধারণ মানুষ ডেঙ্গুজ্বর সর্ম্পকে আরও বেশি সচেতন হয়ে উঠেছে। অনেকেই এলাকা ভিত্তিকভাবে ডেঙ্গুজ্বর সর্ম্পকে সচেতন করার লক্ষে বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে এগিয়ে আসছেন । কেউ প্রচারপত্র বিল করেছেন কেউ ব্যানার ঝুলিয়েছেন, কেউ আবার ডেঙ্গুজ্বর সর্ম্পকে সচেতন হওয়ার জন্য মসজিদে দু'চার কথা বলছেন। ডেঙ্গুজ্বরের বিষয়ে সচেতনা বৃদ্ধির জন্য নগরীতে র‌্যালিও বের হয়েছে। ডেঙ্গু সচেতনা বিষয়ক কার্যক্রম ব্যক্তিগত পর্যায়ে থেকে শুরু করে এখন স্থানীয় ক্লাব এবং বড় বড় প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। রাস্তাঘাটে ডেঙ্গু প্রতিরোধের ওপর বিভিন্ন বক্তব্য সংবলিত ব্যানার অনেকেরই চোখে পড়ে থাকবে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে বেশ কয়েকটি পোষ্টার ছাপা হয়েছে। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি কর্তক প্রকাশিত ডেঙ্গু প্রতিরোধ বিষয়ক পোষ্টারটি অনেকেরই চোখে পড়েছে। উত্তরা ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ বোরহানুল হোসেন পাপ্পু ঢাকার উত্তরা স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষ থেকে ডেঙ্গুজ্বরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং ডেঙ্গুজ্বরে হলে করণীয় বিষয় নিয়ে তথ্যবহুল একটি পোষ্টার বের করেছেন। পোষ্টারটি চাররঙা মুদ্রিত। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ছোট একটা সাদা-কালো পোষ্টারে ডেঙ্গু সর্ম্পকিত প্রয়োজনীয় তথ্য সংযোজন করে সারা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের দেওয়ালে ও দরজায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। বেক্সিমকো ইনফিউশনের সিঃ শফিক নিজ উদ্যেগে ধানমন্ডি এলাকায় জুমার নামাজের পর মসজিদ ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধের করনীয় বিষয়ের ওপর লিফলেট বিলি করেছেন। একই বিষয়ের ওপর এলাকার মসজিদে নামাজের পর বিতরন করেছেন উত্তরার ডাঃ মাহমুদুর রহমান মিহি। ডেঙ্গু সর্ম্পকে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বেশ কয়েকটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে্। বিশেষ করে প্রায় প্রতিটি হাসপাতালেই এ ধরনের সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। ব্যতিক্রমী উদ্যেগ নিয়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধে মাঠে নেমেছে বিশ্ব সাহিত্যে কেন্দ্র। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ডেঙ্গুর আবাস নির্মুলসহ মাইকের মাধ্যমে ডেঙ্গু সম্পর্কিত সচেতনামুলক প্রচারনা চালানো হচ্ছে। বিশ্ব সাহিত্যে কেন্দ্রের এই প্রচারনায় আগ্রণী ভুমিকা পালন করেছেন কেন্দ্রের কর্ণধার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, তার সঙ্গে দেশের বরেন্য যাদু শিল্পী জুয়েল আইচসহ অনেককে দেখা গেছে। উল্লেখ্য জুয়েল আ্ইচের কন্যা ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা শিশু হাসপাতালে ভর্তি ছিল। ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধে সর্বস্তরে এই উদ্যেগকে আর গতিশিল করা বাঞ্চনীয়। এ ধরনের ব্যক্তিগত উদ্যেগ অবশ্যই সাধুবাদের যোগ্য। প্রকৃত পক্ষে ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধের জন্য রাষ্টীয় কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং পারিবারিক পর্যায়ে সচেতনমুলক ব্যবস্থা জরুরী।